সত্যের আধুনিক প্রকাশ
◆
মাকতাবাতুল ফুরকান
www.islamibooks.com

مكتبة الفرقان

নির্বাচিত বাণী সংকলন

আত্মার পাথেয়

হযরত মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া দা.বা.

খলীফা, হযরত মাওলানা আবরারুল হক রহ., মাওলানা আলী আহমাদ বোয়ালভী রহ. এবং মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দি দা. বা.

সংকলন

মুহাম্মাদ আদম আলী

MAKTABATUL FURQAN
PUBLICATIONS
ঢাকা, বাংলাদেশ

আত্মশুদ্ধি আত্মার পাথেয়

মাকতাবাতুল ফুরকান কর্তৃক প্রকাশিত
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
www.islamibooks.com
maktabfurqan@gmail.com
+৮৮০১৭৩৩২১১৪৯৯

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২২ মাকতাবাতুল ফুরকান

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা কিংবা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং দণ্ডনীয় অপরাধ।

দ্যা ব্ল্যাক, ঢাকা, বাংলাদেশ এ মুদ্রিত
প্রথম প্রকাশ : রযব ১৪৪৩ / ফেব্রুয়ারী ২০২২
প্রচ্ছদ : কাজী যুবাইর মাহমুদ
প্রুফ সংশোধন : মাওলানা আব্দুল কাদির আফিফ
ISBN : 978-984-95997-0-8
মূল্য : ৳ ২২০ (দুই শত বিশ টাকা) Price : US $10

অনলাইন শপ
www.islamibooks.com

প্রকাশকের কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

হযরত মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া দামাত বারাকাতুহুম (খলীফা, হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ., হযরত মাওলানা আলী আহমাদ বোয়ালভী রহ. এবং হযরত মাওলানা যুলফিকার আহমাদ নকশবন্দি দা.বা.) বাংলাদেশের অন্যতম একজন ফকীহ, মুহাদ্দিস, প্রসিদ্ধ ইসলামী অর্থনীতিবিদ এবং বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব। ইলম ও আমলে এদেশের উলমায়ে কেরাম ও সাধারণ মানুষের জন্য তিনি এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

বক্ষমাণ গ্রন্থটি তারই কিছু নির্বাচিত বাণীর সংকলন—*আত্মার পাথেয়*। সভা-মাহফিল ছাড়াও বিভিন্ন ঘরোয়া মজলিস, সামাজিক অনুষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত পরামর্শে হযরতের বয়ান ও কথা এক অমূল্য সম্পদ; কুরআন-হাদীসের সার নির্যাস। এর যথাযথ অনুসরণ-অনুকরণ করা হলে আধুনিক জটিল পৃথিবীতে বসবাস করেও দ্বীনের পথে দৃঢ় থাকা যেমন সম্ভব, তেমনি আগে বাড়াও সহজ। এ গ্রন্থে সংকলিত হযরতের প্রতিটি কথাই দিকনির্দেশনামূলক, ফলপ্রসূ এবং উপকারী। এতে ইবাদতের মর্ম ও গুরুত্ব, স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক, পারিবারিক বন্ধন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচার-আচরণ এবং সর্বোপরি ব্যক্তির আত্মিক উন্নয়নের অনেক বিষয়ই আলোচিত হয়েছে। ইচ্ছে করেই গ্রন্থটিতে মালফুযাতগুলোর বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস করা হয়নি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, হযরতের যে কোনো মালফুযাতই পাঠককে আপ্লুত করবে।

উল্লেখ্য, হযরতের বাণী সংকলনের জন্য যে যোগ্যতা ও ব্যুৎপত্তি প্রয়োজন, তা সংকলকের না থাকায় কাজটি একসময় দুরূহ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ফারসি কবিতা ও হাদীসের উদ্ধৃতি বোঝা ও লেখার ক্ষেত্রে স্বয়ং হযরতেরই শরণাপন্ন হতে হয়েছে। আর এ কাজটি ছিল

সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এজন্য তিন বছর আগে সংকলনটির কাজ সম্পন্ন হলেও তা ছাপাতে দেরি হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ, মাদরাসার শিক্ষকতা ও অন্যান্য দ্বীনী ব্যস্ততার মধ্যে হযরত নিজেই গ্রন্থটির পুরো পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন। তিনি এতে সংযোজন-বিয়োজনসহ প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছেন। আল্লাহ তাকে এর পরিপূর্ণ বদলা দান করেন। ইতোপূর্বে আমরা হযরতের একটি বয়ান সংকলন—*মুমিনের সফলতা*—প্রকাশ করেছি। আমরা আশা করছি, বয়ান সংকলনের মতোই হযরতের মালফুযাত গ্রন্থটিও এদেশের উলামায়ে কেরাম ও সাধারণ মুসলিমদের জন্য সত্যিকার অর্থেই আত্মার পাথেয় হয়ে থাকবে।

বিশিষ্ট দ্বীনী ব্যক্তিত্ব জনাব মুহাম্মাদ হেমায়েত হোসেন এবং তরুন লেখক মাওলানা আব্দুল কাদির আফিফ সাহেব গ্রন্থটির প্রুফ সংশোধনসহ গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া আরও অনেকেই এ সংকলন প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। তাদের সবার প্রতিই আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গ্রন্থটি ত্রুটিমুক্ত করার সার্বিক চেষ্টা করা হয়েছে। সুহৃদ পাঠকের দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়লে তা জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। পরবর্তী সংস্করণে ইনশাআল্লাহ তা শুধরে দেওয়া হবে। আল্লাহ তাআলা এ সংকলনটিকে কবুল করেন, এর ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করেন। আমীন।

মুহাম্মাদ আদম আলী
প্রকাশক ও সংকলক, মাকতাবাতুল ফুরকান
১০ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

২০ ফেব্রুয়ারী ২০২২

অবতরণিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তার বান্দাদের নেক কাজ করার তাওফীক দেন, তারপর তিনিই তা কবুল করেন এবং দুনিয়া-আখেরাতে এর বদলা দেন।

আল্লাহওয়ালাদের সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক হেকমতপূর্ণ কথাই মালফুযাত। এসব মালফুযাত মূলত কুরআন-সুন্নাহর সার নির্যাস। এর মাধ্যমে পথহারা মুসলিম পথের দিশা খুঁজে পায় এবং অনেক মৃত-হৃদয়েও দ্বীনের জযবা সৃষ্টি হয়। বুযুর্গদের পবিত্র যবানে উচ্চারিত ছোট একটি কথাও অনেক সময় মানুষের চিন্তা-চেতনায় এত বেশি প্রভাব ফেলে, যা সত্যিই বিস্ময়কর।

এ উপমহাদেশে দীর্ঘদিন ধরেই বুযুর্গদের মালফুযাত সংকলনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। আমাদের আকাবিরদের অনেকের মালফুযাত গ্রন্থাকারে সংরক্ষিত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নিজামুদ্দীন আউলিয়া (ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ), নাসীরুদ্দীন চেরাগ (খাইরুল মাজালিস), খাজা মুহাম্মাদ গীসু দরাজ (জাউয়ামিউল কালিম), হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (শামায়েলে ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী), মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভী (মালফুযাতে ইলিয়াস), শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভী (সুহবতে বা-অউলিয়া), মুহীউস সুন্নাহ মাওলানা আবরারুল হক (মাজালিসে আবরার)-সহ আরও অনেক আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের মালফুযাত সংকলন করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এসব গ্রন্থ এখনো সাধারণ মুসলিমদের ইসলাহ ও দ্বীনী কর্মকাণ্ডে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। একদিন আমার মতো নগণ্য মানুষেরও মালফুযাত সংকলন করা হবে, এরকম কোনো ধারণাই আমার ছিল না।

এজন্য এ সংকলন প্রকাশে দ্বিধান্বিত ছিলাম। কিন্তু স্নেহাস্পদ কমান্ডার (অব.) মুহাম্মাদ আদম আলীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অসম্ভব আগ্রহ আমাকে সম্মতি দিতে বাধ্য করেছে।

এ গ্রন্থে বিভিন্ন মজলিসে আমার বয়ান ও নসীহত থেকে কিছু কথা বাছাই করা হয়েছে। এর মধ্যে মুসলিমদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন, ঈমান-আমল, ইবাদত-বন্দেগী এবং আত্মার পরিশুদ্ধি সম্পর্কে কিছু আলোচনা রয়েছে। কয়েক বছর আগে গ্রন্থটির কাজ শেষ হলেও বিভিন্ন কারণে সম্পাদনায় সময় লেগেছে। আলহামদুলিল্লাহ, আমি পুরো গ্রন্থটিই দেখে দিয়েছি। কিছু বাদ দিয়েছি, কিছু ঠিক করে দিয়েছি। আল্লাহ আমার যবান থেকে যেসব কথা বের করেছেন, এর মধ্যে বরকত দান করেন, মানুষকে উপকৃত করেন।

উল্লেখ্য, এই বাণী সংকলনটি তারই প্রকাশনা *মাকতাবাতুল ফুরকান* থেকে ছাপা হচ্ছে জেনে খুশি হয়েছি। ইতোপূর্বে আমার একটি বয়ান সংকলনও এ প্রতিষ্ঠান থেকে বের হয়েছে। আল্লাহ তার প্রকাশনায় বরকত দেন, কবুল করেন।

এ গ্রন্থটি প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, আল্লাহ সবাইকে আত্মিক পরিশুদ্ধতা দান করেন এবং জান্নাত নসীব করেন। আমীন।

শামসুদ্দীন জিয়া
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া
চট্টগ্রাম

১৫ জানুয়ারী ২০২২

بسم الله الرحمن الرحيم

■১। হযরত বলেন, আমাদের সমাজে আত্মীয়তার বিভিন্ন বন্ধন রয়েছে। মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ি, ভাই-বোন, চাচা-ফুফু-খালা ইত্যাদি। আত্মীয়তার যত সম্পর্ক আছে—সবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে আল্লাহ তাআলা আমাদের পরিবারকে প্রথম সাজিয়েছেন স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন দিয়ে। তখন মা-বাবার আত্মীয়তা ছিল না, ছেলে-মেয়ের আত্মীয়তা ছিল না। ভাই-বোনও ছিল না। আদম-হাওয়া দিয়ে আমাদের পারিবারিক বন্ধনের সূচনা করেছেন। মা-বাবার গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। তবে একটি দিক থেকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক আরও গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তো মা-বাবা দিয়েও তো সাজাতে পারতেন। কিন্তু মা-বাবা দিয়ে সাজাননি। স্বামী-স্ত্রী দিয়ে আমাদের পরিবার সাজিয়েছেন। বিদায় হজের ভাষণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন আত্মীয়তার কথা বলেননি। তবে যা বলে ভাষণ শেষ করেছেন, তা হলো, اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا —তোমাদের অসিয়ত করা হলো নারীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার।[১]

■২। হযরত বলেন, অন্যান্য আত্মীয়তার সম্পর্ক থেকে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মা-বাবার কথা আমি মানি বা না মানি, তাদের ফরমাবরদারি করি বা না করি, আমার সঙ্গে আমার মা-বাবার সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। ভাই-ভাইয়ে মারামারি হয়। তারপরেও এ সম্পর্ক কাটার কোনো ব্যবস্থা নেই। আল্লাহ এই সম্পর্ক বানিয়ে দিয়েছেন, এই সম্পর্ক কাটা যাবে না। শ্বশুর-শাশুড়ি এটাও কাটে না। কেউ হয়তো তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, কিন্তু তখনো শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক থাকে। একটা মাসআলা বলি—কোনো কারণে স্বামী-স্ত্রী পৃথক হয়ে গেছে। কিন্তু তখনো শাশুড়ির সঙ্গে দেখা দেওয়ার বিধান ঠিক থাকবে। তিনিও তার মেয়ের জামাইয়ের সঙ্গে দেখা দিতে পারবেন। কিতাবমতে স্ত্রী থাকা অবস্থায় শাশুড়িকে বিয়ে করা যাবে? যাবে না। স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার

[১] *সুনানে তিরমিযি*, হাদীস নং ১১৬৩।

পরেও শাশুড়িকে বিয়ে করা যাবে না। সেটি একটি স্থায়ী সম্পর্ক। স্ত্রী যতক্ষণ আকদে আছে, ততক্ষণ আত্মীয়। কিন্তু তালাক হয়ে গেলে সে আর আত্মীয় নেই। কিন্তু শাশুড়ি আত্মীয় রয়ে গেছে। তাহলে শ্বশুর-শাশুড়ির আত্মীয় কাটা যাবে না। অন্য কোনো আত্মীয়তাও কাটা যায় না কেবল স্বামী-স্ত্রীর আত্মীয়তা ছাড়া। এটা খুবই নাজুক আত্মীয়তা যা কাটা যায়। এজন্য এ ব্যাপারে বেশি সতর্ক করা হয়েছে। হঠাৎ করে যেন সেটি কেটে না যায়। অন্য সম্পর্ক অনেক চড়াই-উতরাইয়ের পরেও কাটে না। এখানে বিশৃঙ্খলা হয়, কিন্তু সম্পর্ক কাটে না। আর স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা এমন হঠাৎ করে কেটে যেতে পারে।

■৩। হযরত বলেন, কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা পুরুষদের জন্য আলাদা কোনো সূরা নাযিল করেননি। মেয়েদের জন্য সূরা নাযিল করেছেন। সূরা আন-নিসা, সূরা আত-তালাক, সূরা মুমতাহিনা—এরকম কয়েকটি সূরা মেয়েদের ব্যাপারে আল্লাহ নাযিল করেছেন। কারণ আল্লাহ সবসময় দুর্বলদের পক্ষে থাকেন। সন্তানদের মধ্যে দুর্বল ছেলে-মেয়েদের দিকেই বাবা-মা থাকে। আমরাও আল্লাহর কাছে বলি : আয় আল্লাহ, তোমার সবল বান্দারা তো পার হয়ে যাবে। আমরা দুর্বল। আমাদের দিকে আপনার রহমত নাযিল করুন। আয় আল্লাহ, তুমি চালাকের খোদা। বোকার খোদা কে? তুমি সবলের খোদা। দুর্বলের খোদা কে? তুমি আলেমের খোদা। জাহেলের আল্লাহ কে? আবদার করে বলি আর কি! তুমি নেককারের খোদা। গোনাহগারের খোদা কে? মেয়েরা দুর্বল বিধায় আল্লাহ তাআলা মেয়েদের কথাই বলেছেন।

■৪। হযরত বলেন, কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীদের ব্যাপারে অনেক আয়াত দিয়েছেন। এর কারণ কী? একজন মানুষের বাবা-মা সবসময় কাছে থাকবে না। সন্তানরা কাছে থাকবে না। অন্যান্য আত্মীয়রাও কাছে থাকবে না। আর স্ত্রী সবসময় কাছে থাকবে। এজন্য ঝামেলা বেশি হবে। এ কারণে দেখা যায়, কুরআনে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে বিস্তারিত না বললেও এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি যে আল্লাহ—এটিই তার প্রমাণ।